কলকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক: **বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি।**

বিশ্ব সর্দার আলিয়াস ভীষ্ম সর্দার
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

সিআরআর-2022-এর 1807, 14/12/2022 এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ফৌজদারী কার্যবিধি (২ অফ ১৯৭৪)। ধারা 319 - অতিরিক্ত অভিযুক্তদের তলব-প্রাথমিকভাবে মামলা-হত্যার অপরাধ-সাক্ষীদের প্রমাণ থেকে এটা স্পষ্ট ছিল যে আবেদনকারী হত্যার সময় উপস্থিত ছিলেন না-আবেদনকারীর সরাসরি জড়িত থাকার বিষয়ে প্রমাণের অভাব-আবেদনকারী অভিযুক্তকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ তিনি তার নাবালক ছেলের সাথে থাকতেন-কেবল সেই ভিত্তিতে এটি ধরে নেওয়া যায় না যে আবেদনকারী তার ছেলেকে হত্যার জন্য অভিযুক্তকে সহায়তা করেছিলেন এবং উত্তেজিত করেছিলেন বা প্ররোচিত করেছিলেন-আবেদনকারী কেবল একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি তার নাবালক ছেলের সাথে না থাকা পর্যন্ত অভিযুক্তের সাথে থাকবেন না-অভিযুক্ত যদি চায় তবে সে তার ছেলেকে তার পিতামাতার বাড়িতে পাঠাতে পারে বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে পারে- বিচারিক জজ অবৈধভাবে এবং সাজানো বস্তুগত অনিয়মের সাথে কাজ করেছিলেন আবেদনকারীকে অতিরিক্ত অভিযুক্ত হিসাবে গণ্য করে। 2012 সিআরআই এলজে 430 (এসসি)-অনুসরণ করা হয়েছে। এআইআর 2014 এসসি 1400-অনুসরণ করা হয়েছে

(অনুচ্ছেদ 15,16)

উদ্ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

এ এই র 2014 এসসি 1400:2014 সিআরআই এলজে 1118 (এসসি):

2014 এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ 667 (অনুসরণকৃত) প্যারা নং। (12)

2012 ক্রি এলজে 430 (এসসি):2011 এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ 5829 (অনুসরণকৃত) অনুচ্ছেদ নং। (10,11)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে সুভশ্রী প্যাটেল, সাইনি দাস; প্রতিবাদী পক্ষে মধুসূদন সুর, দীপঙ্কর প্রামাণিক।

1. **আদেশঃ 2017** সালের 4ঠা আগস্ট হাঁসখালি থানায় মামলা থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির (সংক্ষেপে আইপিসি) ধারা 302-এর অধীনে উদ্ভূত 2017

সালের জিআর মামলায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রানাঘাটের 26শে এপ্রিল, 2022 তারিখের একটি আদেশের বৈধতা, উপযুক্ততা এবং যথার্থতা চ্যালেঞ্জ করে, 2017 সালের দায়রা মামলা ২(11)/2018 সালের দায়রা বিচার (1)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এই পুনর্বিবেচনার মামলা করা হয়েছে।

2. এই পুনর্বিবেচনা যথাযথ মূল্যায়ন ও বিচারের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণনা করা প্রয়োজনঃ_

3. 4ঠা আগস্ট, 2017 তারিখে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে বৈকুণ্ঠ রাজাওয়ার নামে এক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে 2017 সালের 4ঠা আগস্ট 2017-র হাশখালি ২৩৭ অফ ২০১৭ মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির 302 ধারার অধীনে নথিভুক্ত করা হয়।লিখিত অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে একজন শ্রীমতি ঝর্না রাজাওয়ার হলেন মৃত রবি রাজাওয়ার নামে প্রকৃত অভিযোগকারীর পুত্রের বিধবা স্ত্রী।রবি রাজাওয়ার এবং ঝর্না রাজাওয়ারের বিয়েতে একটি ছেলে শিশু ছিল যার বয়স প্রায় দুই বছর। রবির মৃত্যুর পর, ঝর্না, বিশ্ব সর্দার নামে একজনের প্রেমে পড়েন এবং তিনি তাঁর নাবালক সন্তানের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে উক্ত বিশ্ব সর্দারকে বিয়ে করার জন্য তাঁর পৈতৃক বাড়িতে থাকতে শুরু করেন।যাইহোক, উক্ত বিশ্ব সর্দার ঝর্ণা ছেলেকে গ্রহণ করতে চাননি এবং 2017 সালের 4ঠা আগস্ট সকাল 8টার দিকে ঝর্ণার প্রায় দুই বছর বয়সী ছেলেকে গলা টিপে হত্যা করেন।উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঝর্না রাজাওয়ারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত এফআইআর মামলা দায়ের করে এবং তদন্ত শেষ করে আইপিসির 302 ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয়। মামলার বিচার চলছে।

4. রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার পর, বিচারিক বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধির 319 ধারা প্রয়োগ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, 319 ধারার অধীনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত উপাদান এবং প্রাথমিক মামলা রয়েছে এবং তদনুসারে আবেদনকারীকে উক্ত মামলায় সহ-অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়েছিল।

5. ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী এই পুনর্বিবেচনা দাখিল করে 26শে এপ্রিল, 2022 তারিখের বিতর্কিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

6. আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন যে, পুলিশ বর্তমান আবেদনকারীর

বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করেনি।শুধুমাত্র ঝর্না রাজাওয়ারকে এফআইআর-এ অভিযুক্ত করা হয়েছিল।তদন্ত চলাকালীন বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।সাক্ষীরা সি আর পি সি-এর 161 ধারার অধীনে রেকর্ড করা তাদের বিবৃতিতে বর্তমান আবেদনকারীকে অভিযুক্ত অপরাধে জড়িত করার কোনও বিবৃতি দেয়নি।তাই তদন্তকারী আধিকারিক ঝর্না রাজাওয়ারের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেন।অভিযুক্ত অপরাধে বর্তমান আবেদনকারীর জড়িত থাকার বিষয়ে নথিভুক্ত সাক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে নীরব।বিচারিক বিচারক অবৈধভাবে কাজ করেছিলেন এবং বস্তুগত অনিয়মের সাথে সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের সময় এবং কেস ডায়েরিতেও বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত উপাদান আনা হয়েছিল।

7. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল আরও যুক্তি দেখান যে কোডের 319 ধারার অধীনে সহ-অভিযুক্ত হিসাবে যুক্ত হওয়ার আগে তাঁর কথা বিচারিক বিচারক শোনেননি।কোডের 319 ধারার অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা কেবল তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন আদালতের সামনে খুব শক্তিশালী এবং দৃঢ় প্রমাণ পেশ করা হয় যা কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য নিযুক্ত প্রমাণের মানের চেয়ে বেশি।

8. অন্যদিকে সন্ধ্যা সর্দার, পশুপতি সর্দার, বুদ্ধেশ্বর সর্দার এবং পবন সর্দারের মতো সাক্ষীদের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে মাননিয় পিপি জানান।

Cr.P.C এর 161 মতে সমস্ত সাক্ষী তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে বলেন যে প্রধান অভিযুক্ত, অর্থাত্ ঝর্না রাজাওয়ার বিশ্ব সর্দারকে বিয়ে করেছিলেন।তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন।প্রথম বিয়েতে জন্ম নেওয়া ঝর্ণার সন্তানকে বিশ্ব সর্দার গ্রহণ করতে পারেননি এবং ঘটনার একদিন আগে তিনি ঝগড়া করে ঝর্নাকে ছেড়ে চলে যান। পরের দিন ঝর্না তার ছেলেকে হত্যা করে।বিদ্বান পিপি র অনুসারে, উপরোক্ত সাক্ষীরা বিচারের সময় তাদের সাক্ষ্যে ঘটনার একই বক্তব্য রাখেন। অতএব, আবেদনকারী ঝর্না নাবালক শিশুকে হত্যার কাজে সহায়তা করেছিলেন এবং তা প্ররোচিত করেছিলেন বলে মনে করার মতো যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।অতএব, সি আর পি সি-এর 319 ধারার বিধান অনুসরণ করে ঝর্ণার সাথে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাকে যথাযথভাবে মামলা করা হয়েছে।

9. সি আর পি সিএর 319 ধারাটি এইভাবে চলেঃ_

319। অপরাধে দোষী বলে প্রমাণিত অন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা।(1) যেখানে কোনও অপরাধের তদন্ত বা বিচার চলাকালীন প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত না হওয়া কোনও ব্যক্তি এমন কোনও অপরাধ করেছেন যার জন্য এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একসঙ্গে বিচার করা যেতে পারে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করেছেন বলে মনে হয়, সেই অপরাধের জন্য আদালত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

(2) যদি এই ধরনের ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকেন, তা হলে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার বা তলব করা যেতে পারে, যা মামলার পরিস্থিতির প্রয়োজন হতে পারে।

(3) আদালতে উপস্থিত যে কোনও ব্যক্তি গ্রেপ্তার না হলেও বা সমন না পেলেও, তিনি যে অপরাধ করেছেন বলে মনে হয় তার তদন্ত বা বিচারের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় আদালত তাকে আটক করতে পারে।

(4) যেখানে আদালত উপ-ধারা (1) এর অধীনে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন -

(a) এই ধরনের ব্যক্তির বিষয়ে কার্যধারা নতুন করে শুরু করা হবে এবং সাক্ষীদের পুনরায় শুনানি হবে।

(b) (ক) ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মামলাটি এমনভাবে এগোতে পারে যেন সেই ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন যখন আদালত যে অপরাধের ভিত্তিতে তদন্ত বা বিচার শুরু হয়েছিল।

10. সরোজবেন অশ্বিনকুমার শাহ এবং অন্যান্যরা বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য। :(2011) 13 এসসিসি 316:(2012 সিআরআই এলজে 430 (এসসি)) সুপ্রিম কোর্ট, কোডের 319 ধারার পরিধি এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছিল।সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা
আদালতের সামনে অভিযুক্ত না হয়ে যে কোনও ব্যক্তিকে কেবল সেখানে প্রয়োগ করতে হবে যেখানে উপস্থিত হয় তদন্ত বা বিচারের সময় যথেষ্ট প্রমাণ যা অভিযুক্ত হিসাবে অপরাধে তার জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয় এবং অন্যথায়

নয়।319 ধারায় "সাক্ষ্য" শব্দটি তদন্ত বা বিচারে আদালতে দেওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে বিবেচনা করে।আদালত চার্জশিট বা কেস ডায়েরিতে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের অভিযুক্ত হিসাবে যুক্ত করতে পারে না তবে অবশ্যই তার সামনে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।অন্য কথায়, আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে তার সামনে অভিযুক্ত না হয়ে অভিযুক্ত হিসাবে ব্যক্তিকে যুক্ত করার জন্য একটি মামলা তার সামনে উপস্থাপিত অতিরিক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

11. সরোজবেন অশ্বিনকুমার শাহ (2012 সিআরআই এলজে 430 (এসসি)) (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা বিবেচনামূলক হলেও নিয়মিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায় না।এক অর্থে, এটি একটি অসাধারণ শক্তি যা খুব অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। এবং শুধুমাত্র যদি প্রমাণ রেকর্ডে আসে যা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করে যে অপর ব্যক্তি একটি অপরাধ করেছে।প্রমাণের ভিত্তিতে অন্য ব্যক্তির জড়িত থাকার বিষয়ে নিছক সন্দেহই যথেষ্ট নয়।আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে পরিস্থিতি ন্যায়সঙ্গত এবং দাবী করে যে ইতিমধ্যে অভিযুক্তের সাথে অন্য ব্যক্তির বিচার করা উচিত।

12. হরদ্বীপ সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্যেঃ(2014) 3 এস. সি. সি 1992:(এ. আই. আর 2014 এস. **সি 1400) সুপ্রিম কোর্ট** সন্তোষের সঙ্গে বলেছেঃ_

"এফআইআরে নাম না থাকা কোনও ব্যক্তি বা এফআইআরে নাম না থাকা সত্ত্বেও অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি এমন কোনও ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাকে 319 সি আর পি সি র ধারায় তলব করা যেতে পারে। সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, এই ধরনের ব্যক্তির বিচার ইতিমধ্যেই বিচারের সম্মুখীন অভিযুক্তদের সঙ্গে করা যেতে পারে। "

13.নিম্ন আদালতের নথি থেকে জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত আটজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পি. ডব্লিউ. 1 বৈকুণ্ঠ রাজাওয়ার প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী। পিডব্লিউ 2 সন্ধ্যা সর্দার প্রধান অভিযুক্তের প্রতিবেশী, পিডব্লিউ3 পশুপতি সর্দারও ঝর্নার প্রতিবেশী। পি. ডব্লিউ. 4 অভিযুক্তের খুড়তুতো ভাই।পিডব্লিউ 5-এর রাজলক্ষ্মী সর্দার হলেন পিডব্লিউ 4-এর বুদ্ধেশ্বর সর্দারের স্ত্রী।উপরে উল্লিখিত সাক্ষীরা, প্রধান অভিযুক্ত ঝর্না

রাজাওয়ারের সাথে সহ-অভিযুক্ত হিসাবে আবেদনকারীর বিচারের নির্দেশ দেওয়া বিতর্কিত আদেশটি পাস করার ক্ষেত্রে বিচারিক বিচারক ন্যায়সঙ্গত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তের জন্য।

14. প্রধান পিডব্লিউ1-এর সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে তার পুত্রবধূ আবেদনকারীর সাথে তার নাতিকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল।যদিও লিখিত অভিযোগে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী এই বিষয়টি উল্লেখ করেননি।পিডব্লিউ2 সন্ধ্যা সর্দারের প্রমাণ থেকে জানা যায় যে প্রাসঙ্গিক সময়ে সুন্দরবন এলাকা থেকে আরেকজন পুরুষ ব্যক্তি ঝর্নার সঙ্গে আসতেন এবং থাকতেন।তিনি ঝর্ণার সাথে অপরাধ করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর জড়িত থাকার বিষয়ে একটি শব্দও বলেননি।পিডব্লিউ 3 পশুপতি সর্দার আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি।পি. ডব্লিউ. 4-এর বুদ্ধেশ্বর সর্দারের প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, ঝর্ণার অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, যে এবং তার সঙ্গে এসে থাকত।একবার তিনি ঝর্নার থেকে Rs.500/- নিয়ে কোলকাতায় যান।তারপর তিনি বলেছিলেন যে তিনি ঝর্নাকে বিয়ে করবেন না কারণ সে তার নাবালক ছেলের সাথে বসবাস করছে।এই পর্যায়ে বিচারের জন্য যে প্রশ্নটি আসে তা হল উপরের প্রমাণগুলি এই ধারণার জন্য যথেষ্ট কি না যে বর্তমান আবেদনকারী ঝর্নার নাবালক পুত্রের হত্যার সাথেও জড়িত ছিলেন। আমার মতে, এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক।আমাকে কারণটা বোঝাতে দিন।

15. সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, ঝর্নার নাবালক পুত্রকে হত্যার সময় আবেদনকারী উপস্থিত ছিলেন না। অতএব, অপরাধ সংঘটনে আবেদনকারীর সরাসরি জড়িত থাকার বিষয়ে কোনও প্রমাণ সাক্ষ্য থেকে নেই।পাওয়া গেছে যে আবেদনকারী ঝারনার সাথে তার পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন।তিনিও অস্বীকার করেন। যেহেতু সে তার নাবালক ছেলের সাথে থাকত তাই তাকে বিয়ে করার জন্য।যদি কোনও ব্যক্তি কোনও মহিলার সাথে তার সন্তানের জন্য থাকতে না চান, যিনি উক্ত মহিলা এবং তার প্রথম স্বামীর বিয়েতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত সন্তানটি তার মায়ের দ্বারা খুন করা হয়, তবে আরও কোনও সাক্ষ্যের অভাবে এটি অনুষ্ঠিত হতে পারে না যে উক্ত ব্যক্তি প্রধান অভিযুক্তকে তার ছেলেকে হত্যার জন্য সহায়তা করেছিলেন এবং প্ররোচিত করেছিলেন।আবেদনকারী একটি প্রস্তাব

দিয়েছিলেন যে তিনি তার নাবালক ছেলের সাথে না থাকা পর্যন্ত ঝর্ণার সাথে থাকবেন না।আবেদনকারীর সঙ্গে থাকার ইচ্ছা থাকলে তিনি খুব ভালোভাবেই তাঁর ছেলেকে তাঁর পিতামাতার বাড়িতে পাঠাতে পারতেন।আবেদনকারী কখনই ঝর্ণাকে এই বলে প্ররোচিত করেননি যে তার ছেলেকে হত্যা না করা পর্যন্ত সে তার সাথে থাকবে না।তিনি কেবল প্রকাশ করেছিলেন যে তার প্রথম বিয়েতে জন্ম নেওয়া তার সন্তানের সাথে ঝর্ণার সাথে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।কোনও কল্পনায় এই সত্যকে হত্যা বা তার নাবালক পুত্রকে হত্যার ক্ষেত্রে প্রধান অভিযুক্তকে ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করা বা প্ররোচিত করার অপরাধের সাথে তুলনা করা যায় না।

16. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আমার কাছে এই রায় দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই যে বিচারিক বিচারক 26শে এপ্রিল, 2022 তারিখের আদেশটি পাস করার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে এবং বস্তুগত অনিয়মের সাথে কাজ করেছেন।

17. তদনুসারে বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা হয়।

18. বর্তমান পুনর্বিবেচনার গ্রাহ্য হয়েছে।

19. আবেদনকারীকে অবিলম্বে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।

20. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

আবেদন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.